

যৌবন কিভাবে অতিবাহিত করবে?



শায়খে তরিকত, আমীরে আহুলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলহিয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

مفتی محمد
ابوبیلال

(১৮ই রবিউল আউয়াল ১৪১২হিজরী মোতাবেক ২৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৯১ইংরেজী) বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রথম মাদানী মারকায গুলযারে হাবীব জামে মসজিদ (যা গুলিস্তানে ওকাড়ভীতে অবস্থিত, বাবুল মদীনা করাচীতে) “যৌবনে ইবাদতের ফযীলত” বিষয়বস্তুর উপর বয়ান করেন। যেটার সাহায্যে এ রিসালা নতুন সারাংশের অনেক পরিবর্ধন সহকারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। (আল মদীনা তুল ইলমিয়াহু মজলিশ)



(দা'ওয়াতে ইসলামী)

স্বারা আমীরে আহুলে সুন্নাতে

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِكَ يَا اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন
 إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَا كَيْفُكَ پড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হল,

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করো! হে চির মহান ও হে চির মহিমাশিত!

(আল মুত্তাতারাক, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরুদ শরীফ পাঠ করুন

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা ﷺ: “كَيْفَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: “কিয়ামতের দিন
 ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান
 অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ
 ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার
 কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল
 না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।”

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে
 পরে হয়ে যায় তবে মাক্কাযাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
দরুদ শরীফের ফযীলত	৩	আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা	১৬
যৌবন অনুসন্ধান	৪	ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম কে?	১৬
ইটের জবাবে ফুল পেশ করুন!	৬	যুবসমাজ এবং দা'ওয়াতে ইসলামী	১৮
নেকীর দাওয়াত ব্যাপকভাবে প্রচার করুন	৬	সর্বোত্তম জীবনের রহস্য	১৮
মূল্যবান সময়ের গুরুত্ব দিন	৭	৭০ সিদ্দীকিনের সাওয়াব অর্জনকারী	১৯
যৌবনের সংজ্ঞা	৮	আল্লাহ তাআলার প্রকৃত বান্দা	১৯
ফয়যানে কুরআন এবং যুবক	৯	লজ্জাশীল যুবক	২০
যৌবনের ইবাদত বার্ষিক্যে নিরাপত্তার কারণ	৯	যৌবন আল্লাহ তাআলার নেয়ামত	২১
		ইবাদত পরায়ণ যুবকের ফযীলত	২২
মাদ্রাসাতুল মদীনা বালেগান	৯	বার্ষিক্যের ফযীলত	২৩
মাদ্রাসাতুল মদীনা বালেগাত	১০	নেক্কার যুবকের অর্জিত পুরস্কার	২৫
মাদানী পরিবেশ নগন্যকে অনন্য বানিয়ে দিল	১১	কারামত সম্পন্ন যুবক	২৭
		খোদাভীরু নেক্কার যুবক	২৮
যৌবনকে গনীমত মনে করুন	১১	আরশের ছায়া লাভকারী সৌভাগ্যবান	২৯
যৌবনকালকে গুরুত্ব দিন	১২	ইমাম গযালীর উপদেশ	৩০
অন্তিম মুহর্তে হযরত আমীরে মুয়াবীয়ার বাণী	১৩	যৌবনে তাওবার ফযীলত	৩১
		যৌবনে তাওবাকারী প্রিয় কেন?	৩২
বুযুর্গদের বিনয় আমাদের জন্য পথ নির্দেশনা	১৩	যৌবনে ইস্তিগফার করতে থাকুন	৩২
		একটি কুমন্ত্রণা এবং তার প্রতিকার	৩৩
ইবাদতের বরকতে বার্ষিক্যেও যুবক	১৪	যুবকদেরকে উপদেশ	৩৪
যৌবনের অধ্যবসায় বার্ষিক্যের জন্য সুখময়	১৪	মাদানী চ্যানেল কি?	৩৫
		ঘরে আসা যাওয়ার ১২টি মাদানী ফুল	৩৭
নেক্কার যুবকের জন্য বৃদ্ধাবস্থায় পুরস্কার	১৫	তথ্যসূত্র	৪০

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওনুল বদী)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

যৌবন কিভাবে অতিবাহিত করবে?

(শয়তান অনেক অলসতা দিবে তবুও আপনি এই রিসালা সম্পূর্ণ পাঠ করুন।

إن شاء الله عز وجل সাওয়াবের ভান্ডার লাভের সাথে সাথে যৌবনের ইবাদত এবং এটির মূল্যায়ন ও গুরুত্ব জানার সুযোগ পাবেন।)

দরুদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হযুরে আনওয়ার, মাহবুবে গফফার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “হে লোকেরা! নিশ্চয় তোমাদের মধ্য থেকে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং হিসাব নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে সেই ব্যক্তি, যে আমার উপর দুনিয়াতে অধিক হারে দরুদ শরীফ পাঠ করে থাকে।” (জমউল জাওয়ামী, ১২৯/৯, হাদীস- ২৭৬৮৬)

হাশর কি ভীরাগী সিয়াহী মে, নূর হে শময়ে পুর যিয়া হে দরুদ।
চোড় ইউ মত দরুদ কো কাফি, রাহে জান্নাত কা রেহনুমা হে দরুদ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরদ শরীফ পড়ো إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَعُوذًا! স্মরণে এসে যাবে।” (সা'য়াদাতুদ দা'রাইন)

যৌবন অনুসন্ধান

ঘটনা বর্ণিত আছে; এক বৃদ্ধ লোক কোথাও যাচ্ছিলেন। বার্ধক্যের কারণে তার কোমর এতই বুকানো ছিল যে, পথ চলার সময় এমন মনে হচ্ছিল এ বৃদ্ধ লোকটি মাটি থেকে কিছু খোঁজছেন। এক যুবক ঠাট্টা করে বলতে লাগল: বুড়া মিয়া! কি খোঁজছেন? কথা যদিও রাগ আসার মত ছিল কিন্তু ঐ বৃদ্ধ ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং বুদ্ধিমত্তার চমৎকার বহিঃপ্রকাশ করলেন এবং ঠাট্টার এই বিষাক্ত কাটার জবাবে চিন্তা করার মত মাদানী ফুল পেশ করতে গিয়ে বলেন: “বৎস! আমি আমার যৌবনকে খোঁজছি!” উগ্র বাক্যের আশার বিপরীত এমন অবাক করা জবাব শুনে ঐ যুবক চমকে উঠল এবং বলতে লাগল: বাবাজী! আপনার কথা বুঝে আসেনি। যৌবনও কি কখনো তালাশ করা যায়? আর এটি একবার হারানোর পর পুনরায় কখনো কেউ লাভ করেছে? (বৃদ্ধ) বললেন: বৎস! এটাই তো আমার আফসোসের বিষয় যে, যখন যৌবন নামক নেয়ামত আমার কাছে ছিল, ঐ সময় সেটির মূল্যায়ন করতে পারিনি আর আজ যখন আমি এটি থেকে হাত ধুয়ে বসেছি (অর্থাৎ- অতিবাহিত করে ফেলেছি) তখন এটির গুরুত্ব অনুভূত হচ্ছে। হায়! আমার যৌবনকাল পুনরায় একবার ফিরে পেতাম তবে অতীতে সংগঠিত হওয়া ভুল এবং অলসতার ক্ষতি পূরণ আদায় করতাম এবং খুব একনিষ্টতার সাথে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতাম।

الْأَلَيْسَتِ الشَّبَابُ يَغُودِيَوْمًا

فَأَخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمَشِيبُ

অর্থাৎ- হায় আফসোস! আমার যৌবন যদি কখনো ফিরে আসত তবে আমি তাকে বলতাম যে, বার্ধক্য আমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছে।

অতঃপর একটি আক্ষেপ পূর্ণ আফসোসের নিঃশ্বাস ফেলল আর বলল: আফসোস! শত কোটি আফসোস! আমি নিজের যৌবন নামক অমূল্য সম্পদ হারিয়ে ফেলেছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক খুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

কিন্তু! “এখন আফসোস করে কি লাভ যখন পাখি ক্ষেতের ফসল খেয়ে চলে গেল।” আমি যৌবনকে গুরুত্ব দিইনি। ঐ সময় নেকী করিনি এবং আখিরাতেরও কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি আর এভাবে আমার যৌবন অলসতার বিছানায় শোয়াবস্থায় অতিবাহিত হয়ে যায়।

দিন ভর খেলো মে খাক উড়ায়ী, লাজ আয়ী না যাররো কি হাছি ছে।

শব ভর ছোনে হি ছে গরয থি, তারো নে হাজার দাত পিছে। (হাদায়িকে বখশিশ)

এখন যেহেতু বার্ধক্য চলে এসেছে, সেহেতু স্বাস্থ্য দুর্বল এবং শরীর ক্ষীণ হয়ে গেছে। বেশি পরিমাণে ইবাদত করার আগ্রহ তো সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু বার্ধাক্যের কারণে সাহস চলে গিয়েছে। অতঃপর ঐ বয়স্ক ব্যক্তি ঐ যুবকের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করে বলতে লাগলেন: বৎস! আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহে তুমি এখনো যুবক রয়েছ। এর মাধ্যমে উপকার লাভ করো, ইবাদতের জন্য কোমর বেঁধে নাও। কোমর বুকো যাওয়ার পূর্বে আল্লাহ তাআলার দরবারে মাথা বুকিয়ে দাও, নতুবা বার্ধাক্যে আমার মত কোমর বুকিয়ে যৌবনের তালাশ করতে থাকবে কিন্তু আফসোস ও অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই পাবেনা। আফসোসের নিঃশ্বাস ফেলতে থাকবে কিন্তু কিছুই কাজে আসবেনা এবং কিছুটা এরকম অবস্থার সম্মুখীন হবে: “শৈশব কাল খেলায় কাটিয়েছি, যৌবন ঘুমে কাটিয়েছি, বার্ধক্য দেখে কান্না করছি।” এই স্নেহময় ও উপদেশমূলক কথাবার্তার ধরণ এবং ইনফিরাদী কৌশিশের মাদানী ফুলের সুগন্ধ ঐ যুবকের মন-মস্তিস্ককে সুবাসিত এবং খুবই প্রবাহিত করল। কিছুক্ষণ পূর্বে ঐ বৃদ্ধের প্রতি উপহাসের তীর নিক্ষেপকারী যুবক ইনফিরাদী কৌশিশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এখন ঐ বৃদ্ধের সামনে আগামীর জন্য যৌবনের মূল্যায়ন এবং পরহেয়গারীর জীবনযাপন করার সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা করল। শাহজাদায়ে আ'লা হযরত মুফতীয়ে আযম হিন্দ মাওলানা মুস্তফা রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নিজের কাব্যগ্রন্থ “সামানে বখশিশ” এর মধ্যে যৌবনের গুরুত্ব প্রদানের শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

রিয়াজত কে ইয়েহী দিন হ্যায়, বুড়াপে মে কাহা হিন্মত,
জু কুছ করনা হো আব করলো, আবহি নুরী জাওয়া তুম হো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ইটের জবাবে ফুল পেশ করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত হিকমতপূর্ণ ঘটনা নিজের জন্য শিক্ষা ও উপদেশের মূল্যবান মাদানী ফুল বহন করে। সেগুলোর মধ্যে একটি মাদানী ফুল হলো; যদি কেউ আপনার সাথে সমালোচনার ভঙ্গিতে বা উপহাস সূত্র আচরণ করে তবে ইটের জবাব পাথর দ্বারা দেয়ার পরিবর্তে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে কাজ সমাধা করুন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সুন্দরভাবে বুঝানোর চেষ্টা এবং বিষাক্ত কাটার জবাবে মাদানী ফুল পেশ করার প্রচেষ্টা إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ মাদানী ফলাফল দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত করবে। বরং এ মাদানী উদ্দেশ্যের পথে সহজতা সৃষ্টি করে মাদানী পরিবর্তন বয়ে আনবে যে, “আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।” إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ

তু পিছে না হাট না কভি আয় পেয়ারে মুবাল্লিগ,
শয়তান কে হার ওয়ারকো না কাম বানাদে। (ওয়সায়িলে বখশিশ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

নেকীর দাওয়াত ব্যাপক প্রচার করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে এ মাদানী ফুলও পাওয়া গেল যে, মুসলমানদেরকে বুঝানো এবং “নেকীর দাওয়াত” ব্যাপক প্রচার করার চেষ্টা করতে থাকা উচিত। কেননা, এতে নিজের এবং অন্যান্য ইসলামী ভাইদের ধর্মীয় ও দুনিয়াবী কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যেমন- ২৭ পারার সূরা যারিয়াতে ৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং বুঝান যেহেতু বুঝানো মুসলমানদেরকে উপকার দেয়।

মুঝে তুম আইছি দো হিম্মত আকা, দৌ হুবকো নেকী কি দাওয়াত আকা।
বানা দো মুঝ কো ভি নেক খাছলত, নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

মূল্যবান সময়ের গুরুত্ব দিন

এ ঘটনা থেকে এটাও জানা গেল, সময়ের অপচয় অবশেষে অনুশোচনা নিয়ে আসে। বিশেষত যৌবন কালে চিন্তামুক্ত, বেপরোয়া ভাবে উদাসীনতা প্রদর্শন আর এ চমৎকার মুহূর্তগুলোর অবমূল্যায়ন বার্ষিক্যে আফসোসের কারণ হয়। কেননা, যাদের যৌবনের সফর গুনাহের অন্ধকারে অতিবাহিত করে যখন সে বার্ষিক্য অবস্থায় নেকীর আলোর দিকে ফিরে আসে তখন অনেক দেরী হয়ে যায় এবং ঐ সময় মানুষ কিছু করতে চাইলেও শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুর্বলতা এবং স্বাস্থ্যের খারাপ অবস্থা উৎসাহকে নষ্ট করে দেয়, এজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত যৌবন নামক নেয়ামত রয়েছে এবং স্বাস্থ্যও নিরাপদ আছে, তবে এটিকে গণীমত জেনে বেশি পরিমাণে ইবাদত এবং ভাল কাজের অভ্যাসের উপর অটলতা থাকার চেষ্টা করুন। আর যদি আজকে নেকীর কাজ থেকে মন সরিয়ে খারাপ কাজে অন্তর লাগিয়ে সাহস ও যোগ্যতা এবং সময়ের নেয়ামত হারিয়ে বসেন তবে কাল আফসোস করতে হবে কিন্তু ঐ সময়ের আফসোস করা এবং আফসোস করে করে হাত মারা কোন কাজে আসবে না। সময়ের তীব্র গতির ধার আমাদের রাত দিনকে কেটে যাচ্ছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

সময়ের লাগাম কবে কার হাতে এসেছে আর সময়ের গাড়ীকে কে বলবে যে, একটু আস্তে চল! সুতরাং আজ সময়ের প্রতি গুরুত্ব দিন এবং এর থেকে উপকার গ্রহণ করুন নতুবা চলে যাওয়া সময় তো স্মরণে আসবে কিন্তু ফিরে আসবেন না।

সদা আইশ দওরা দিখাতা নেহী,
গেয়া ওয়াজ্জ ফির হাত আতা নেহী।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

যৌবনের সংজ্ঞা

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৩১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “ফয়যানে সুন্নাত” ১ম খন্ডের ৫২৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে: “অভিধান অনুযায়ী (বালেগ হওয়া থেকে) ৩০ বা ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষ যুবক থাকে। ৩০ অথবা ৫০ বছর পর্যন্ত যৌবন ও বৃদ্ধকালের মধ্যবর্তী সময় অর্থাৎ- প্রৌঢ় বা মধ্য বয়সী আর এরপর বৃদ্ধকাল এসে যায়।”

ফয়যানে কুরআন এবং যুবক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানসিক এবং শারীরিক শক্তি থেকে সঠিক অর্থে যৌবন কালেই উপকার লাভ করা যায়। যৌবনকালই হলো ইল্মে দ্বীন অর্জন করা এবং অধ্যয়ন করার বয়স। বৃদ্ধাবস্থায় তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবেক, বোধশক্তি নিষ্ফল হয়ে যায়। গভীর চিন্তা ভাবনার ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়। স্মৃতিশক্তির ভান্ডার খালি হয়ে যায়। মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যাওয়ার দরুণ মানুষ বাচ্চাদের মত আচরণ করা শুরু করে এবং এর দ্বারা অনেক সময় এমন হাস্যকর আচরণ প্রকাশ পায় যার ফলে এমনিতেই হাসী এসে যায়। কিন্তু ঐ যুবকের জন্য সুসংবাদ, যে কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যস্ত হয়। কেননা, যদি এমন যুবকের বার্ষিক্য আসে তবে সে ঐ সকল পরীক্ষা ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

যেমন- প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উত্তম মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; হযরত সয়্যিদুনা ইকরামা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: যে মুসলমান কুরআন তিলাওয়াতে অভ্যস্ত, তার উপর إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ এই (অর্থাৎ- যৌবনকালে অর্জিত জ্ঞান বার্ষিক্যে ভুলে যাওয়ার) অবস্থা সৃষ্টি হবে না।

(নূরুল ইরফান, ১৭ পারা, সূরা হুজ্ব, নেং আয়াতের পাদ টীকা)

ফিলো ছে ড্রামো ছে দে নফরত তু ইলাহী,
বস শাওক মুঝে নাত ও তিলাওয়াত কা খোদা দে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

যৌবনের ইবাদত বার্ষিক্যে নিরাপত্তার কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত বর্ণনা থেকে জানা গেল, কুরআন তিলাওয়াতকারী যুবক যদি বার্ষিক্য অবস্থায় উপনীত হয়ে যায় তবে কুরআন তিলাওয়াতের বরকতে ঐ অবস্থায় ভুলে যাওয়ার বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। এ দৃশ্য তো সাধারণ লক্ষ্য করা যায় যে, অধিকাংশ বৃদ্ধ অনর্থক কথা বলা ও ভুলে যাওয়ার রোগে আক্রান্ত দেখা যায়। কিন্তু কতিপয় সৌভাগ্যবান এমনও আছে যদিও বার্ষিক্য অবস্থায় পৌঁছেছে কিন্তু তা সত্ত্বেও জ্ঞানের পাণ্ডিত্য এবং মানসিক শক্তির এমন শান ও মহিমা যে, প্রত্যক্ষদর্শীকে একেবারে হতবাক করে দেয়। এ সকল মহত্ত্বের একটি কারণ যৌবনের ইবাদত এবং কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা।

মাদ্রাসাতুল মদীনা বালেগান (প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের)

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ! যুবকদের মাঝে ইবাদত ও রিয়াযতের আগ্রহ বৃদ্ধি করা এবং কুরআনের শিক্ষাকে প্রসার করার জন্য তবলীগে কুরআন ও সুন্নাহের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর ভরপুর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। যার মধ্যে একটি হল; “মাদ্রাসাতুল মদীনা বালেগান।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

সারা দুনিয়ায় বিভিন্ন স্থানে এবং মসজিদে সাধারণত ইশার নামায়ের পর হাজারো মাদ্রাসাতুল মদীনার ব্যবস্থা রয়েছে। যাতে ইসলামী ভাই বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে হরফের সঠিক উচ্চারণের সাথে কুরআন শরীফ শিখা, দোয়া সমূহ মুখস্থ করা, নামায বিশুদ্ধ করা এবং সুন্নাত সমূহের শিক্ষা ফ্রি অর্জন করে থাকে।

ইয়েহী হে আরযু তালিমে কুরআঁ আ-ম হো জায়ে,
হার এক পরচম ছে উঁচা পরচমে ইসলাম হো জায়ে।

মাদ্রাসাতুল মদীনা বালেগাত (প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাদের)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের অধীনে কুরআনে পাকের শিক্ষাকে (হিফজ ও নাযেরা) প্রসার করার জন্য ইসলামী ভাইদের মাদ্রাসাতুল মদীনা বালেগানের সাথে সাথে বয়স্ক ইসলামী বোনদের মাদ্রাসাতুল মদীনা বালেগাতের ব্যবস্থা রয়েছে। যাতে হাজারো ইসলামী বোন কুরআন শরীফের ফ্রী শিক্ষা অর্জন করে থাকে। এ মাদ্রাসাগুলোতে ইসলামী বোনরাই ইসলামী বোনদের শিক্ষা দিয়ে থাকে। এ ছাড়াও দেশে, বিদেশে ‘মাদ্রাসাতুল মদীনা’ নামে অসংখ্য মাদ্রাসা রয়েছে। শুধু পাকিস্তানে (রজবুল মুরাজ্জব ১৪৩৫ হিজরী পর্যন্ত) প্রায় ২০৬৪টি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত আছে। যাতে প্রায় ১০১৪১০ জন মাদানী মুন্না এবং মাদানী মুন্নীকে হিফজ ও নাযেরার ফ্রি শিক্ষা দেওয়া চালু রয়েছে।

আতা হো শওক মাওলা মাদ্রাসে মে আনে জানে কা,
খোদাইয়া যওক দে কুরআন পড়নে কা পড়নে কা।

صَلُّوْا عَلَي الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَي مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

মাদানী পরিবেশ নগন্যকে অনন্য বানিয়ে দিল

দা'ওয়াতে ইসলামীর শোবা (বিভাগ) “মাদ্রাসাতুল মদীনা বরায়ে বালীগান” একজন যুবকের জন্য কুরআন শিখা, চরিত্র গঠন করা, ইবাদতে একাগ্রতা বরং এভাবে বুঝুন যে, আখিরাতের সম্মল তৈরী করা সহজ করে দিয়েছে। যেমন- এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ: আমার গুনাহের মাত্রা অনেক বেশি ছিল। যার মধ্যে আল্লাহর পানাহ! V.C.R. এর ক্যাবল সরবরাহ করা, রাতে লম্পট ছেলেদের সাথে ঘোরাফেরা করা, প্রতিদিন দুইটি বরং তিনটি করে সিনেমা দেখা, সকল অনুষ্ঠানে (Variety Programs) রাত কাটানোও অন্তর্ভুক্ত ছিল। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ**। বাবুল মদীনা করাচীর এলাকা “নয়াআবাদ” এর ইসলামী ভাইয়ের ধারাবাহিক ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে এলাকার “মাদ্রাসাতুল মদীনা” (প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের) যাওয়ার ব্যবস্থা হল, আর এভাবে আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শ লাভ করি এবং আমি তবলীগে কুরআন ও সুনাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মাদানী কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়। (গীবত কি তাবাহকারীয়া, ১৪৭ পৃষ্ঠা)

হামে আলিমো আওর বুয়ুর্গো কে আদাব, ছিকাতা হে হারদম সদা মাদানী মাহল।
হে ইসলামী ভাই সবহী ভাই ভাই, হে বে হদ মুহাব্বত ভরা মাদানী মাহল।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

যৌবনকে গনীমত (অমূল্য সম্পদ) মনে করুন

বিশিষ্ট তাবেরী হযরত সায়িয়দুনা আমর বিন মাইমুনা আওদী **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** থেকে বর্ণিত; মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হযুর **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন: “পাঁচটি জিনিস কে পাঁচটির পূর্বে গনীমত মনে করো; যৌবনকে বার্ষিক্যের পূর্বে, সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে, ধর্নাঢ্যতাকে অভাবের পূর্বে, অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে এবং জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে।” (মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুর রিকাক, আল ফসলুস সানী, ২৪৫/২, হাদীস- ৫১৭৪)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারানী)

প্রসিদ্ধ সূফী কবি হযরত সাযিয়্যুদুনা শায়খ মুসলেহ উদ্দীন সাদী সিরাজী

رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন:

كُنُوتُكَ رَهْ دَسْتَسْتِ خَارِي بُكُنُ
دِگر کی بَر آری تُو دَسْتِ اَز كَفَن

(বুস্তানে সাদী, ১ম অধ্যায়, দর আদলে ও তদবীরও রাই, ৪৮ পৃষ্ঠা)

(অর্থাৎ- হে উদাসীন ব্যক্তি! এখন যেহেতু তোমার সুস্থ ও উদ্যমতা সম্পন্ন সাহসী হাত প্রশস্ত আছে তাই এ হাত দ্বারা কোন কাজ করে নাও, কাল যখন এটি কাফনে বাঁধা হবে তখন খোলা সম্ভব হবেনা।)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

যৌবনকালকে গুরুত্ব দিন

যৌবন সম্পর্কে হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী

رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর লিখিত কালামের সারাংশ হল: যৌবন খেলাধুলায় অতিবাহিত করে বার্বক্যে যখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। (তখন) অধিক ইবাদতের আকাংখা করা বোকামী। যা করার যৌবনে করে নাও কেননা, নেক্কার যুবকের অনেক উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। তাই সুস্থতা, যৌবন, সম্পদশালীত্ব এবং জীবন নষ্ট হতে দিওনা। এতে নেক আমল করে নাও কেননা, এ নেয়ামতগুলো বার বার পাওয়া যায়না। মিয়া মুহাম্মদ বখশ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন:

سدانه حسن جوانی رهنمندی سدانه صحبت یاراں
سدانه بلبل باغاں بولے سدانه باغ بہاراں

অর্থাৎ- এ সুন্দর যৌবন সর্বদা নিরাপদ থাকে না এবং বন্ধু-বান্ধবদের সংস্পর্শও সর্বদা স্থায়ী থাকে না। বাগানে প্রতিদিন কিছির-মিছির করা বুলবুলি এবং বাগানের সৌন্দর্য্যও সর্বদা থাকে না। (মিরআতুল মানাজিহ, ৭/১৬)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

অন্তিম মুহুর্তে হযরত আমীরে মুয়াবীয়ার বাণী

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবীয়া رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ইস্তিকালের সময় যখন ঘনিয়ে আসল, তখন তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বললেন: “আমাকে বসাও।” যখন বসানো হলো, তখন তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আল্লাহর যিকির এবং তাসবীহ পাঠে মশগুল হয়ে যান। অতঃপর কান্নারত অবস্থায় নিজেকে নিজে সঙ্কোচন করে (বিনয় প্রকাশ করে) বলতে লাগলেন: “হে মুয়াবীয়া (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ)! এখন বার্ষিক্য এবং দুর্বলতার সময় আল্লাহ তাআলার যিকির স্মরণে এসেছে? ঐ সময় কি হয়েছিল! যখন যৌবনের শাখা প্রশাখা সজীব ছিল।”

(লুবাবুল ইহুইয়া, ৪০তম অধ্যায়, ফি যিকিরিল মাওতি ওমা বাদাহ, ৩৫২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

বুয়ুর্গদের বিনয় আমাদের জন্য পথ নির্দেশনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের পূর্ববর্তী বুয়ুর্গদের رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ কিরূপ নেকীর প্রতি গুরুত্ব প্রদানকারী এবং বিনয়ের মূর্ত প্রতীক ছিলেন, হ্রণওয়ারে আলম, রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বিশিষ্ট সাহাবী হওয়া এবং সারা জীবন নেকীর কাজে অতিবাহিত করা সত্ত্বেও আকাঙ্ক্ষা করতেন: আফসোস! যদি অধিক ইবাদত ও রিয়াযতের আরো বেশি সৌভাগ্য নসীব হতো। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর বিনয়ের মধ্যে আমাদের জন্য পথ-নির্দেশনা রয়েছে যে, হে যুবকেরা! যৌবন অনেক বড় নেয়ামত। এটাকে মূল্যায়ন করো। তা অনর্থক কাজে অতিবাহিত করোনা, নতুবা যখন অনুভূতি আসবে তখন তীর হয়ত ধনুক থেকে বের হয়ে যাবে এবং ধনুক থেকে বের হওয়া তীর পুনরায় ফিরে আসেনা।

غَافِلٌ مَنَشِيئِهِ وَوَقْتُ بَايِ سَت

وَقْتُ هُنْرَاسْتِ وَكَارَسَايِ سَت

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

অর্থাৎ- হে যুবক! অলসতা করে বসে থাকোনা। এটি অবসর ও অলসতার সময় নয় বরং কৌশল শিখা এবং কাজকর্ম করার সময়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ইবাদতের বরকতে বার্ষিক্যেও যুবক

হযরত আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ যৌবনে ইবাদত প্রসঙ্গে বলেন: যে আল্লাহ তাআলাকে যৌবন এবং সবল অবস্থায় স্মরণ রাখল, আল্লাহ তাআলা তার ঐ অবস্থায় খেয়াল রাখবেন যখন সে বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে যাবে এবং তাকে বার্ষিক্যেও উত্তম শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শক্তি এবং তীক্ষ্ণ মেধা প্রদান করবেন। হযরত আবুত তীব তাবারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ একশত বছর থেকে বেশি বয়স লাভ করেছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মানসিক ও শারীরিক ভাবে সুস্থ ও সবল ছিলেন। তার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কাছ থেকে কেউ সুস্থতার রহস্য জিজ্ঞাসা করল, তখন বললেন: আমি যৌবনে নিজের শারীরিক ক্ষমতাকে গুনাহ থেকে নিরাপদ রেখেছি এবং আজ যখন আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি তখন আল্লাহ তাআলা এটিকে আমার জন্য বহাল রেখেছেন। এর বিপরীতে হযরত জুনাইদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এক বৃদ্ধকে দেখলেন, যে মানুষের কাছে ভিক্ষা করছিল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: এ ব্যক্তি যৌবনে আল্লাহ তাআলার (হক) নষ্ট করেছে। তাই আল্লাহ তাআলা বার্ষিক্যে তার (শক্তিকে) বিনষ্ট করেছেন। (মজমুআ রসায়িল ইবনে রজব, ১০০/৩)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

যৌবনের অধ্যবেসায় বার্ষিক্যের জন্য সুখময়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুসংবাদ হল, ঐ নেককার যুবকের জন্য যার যৌবন আল্লাহ তাআলার ইবাদতে অতিবাহিত হয়েছে এবং ইবাদত করতে করতে বার্ষিক্য এসে পৌঁছেছে এবং

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কুপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

বার্ধক্যেও এমন ইবাদতের আগ্রহ তো রয়েছে কিন্তু স্বাস্থ্য ও সাহস সঙ্গ দিচ্ছেনা, তবে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ সে এ অসহায় অবস্থায়ও স্বাস্থ্য ও যৌবনে কৃত ইবাদতের সমান সাওয়াব পেতে থাকবে। যেমন- হযরত সাযিয়দুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: যখন বান্দা (মুসলমান অবস্থায় নেকী করতে করতে) বয়সের শেষ ভাগে পৌঁছে যায় তখন আল্লাহ তাআলা তার আমলনামায় সমপরিমাণ নেকী লিখে দেন, যা সে নিজের সুস্থ থাকাকালীন সময়ে সম্পন্ন করত।

(মুসনদে আবু ইয়ালা, মুসনদে আনাস বিন মালিক, ২৯৩/৩, হাদীস ৩৬৬৬)

নেককার যুবকের জন্য বৃদ্ধাবস্থায় পুরস্কার

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: যে বৃদ্ধ লোক বার্ধক্যের কারণে বেশি ইবাদত করতে পারেনা, কিন্তু যৌবনে অনেক ইবাদত করতো, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে অপারগ সাব্যস্ত করে তার আমলনামায় ঐ যৌবনের ইবাদত লিখে দেন। (আরিফ বিল্লাহ হযরত সাযিয়দুনা শায়খ সাদী সিরাজী رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন:)

رَسَمَ اسْتِكْرَاهَ مَا لِكَانَ تَحْرِيرِ أَرَادَ كُنْدَ بِنْدَةِ پَيْرِ

أَمَ بَارِ خُدَا أَمَ عَالَمِ أَرَا بَرَسْعُدِي پَيْرِ خُودَبَهْ بَخْشَا

অর্থাৎ- গোলামদের মালিকের নিয়ম হলো, সে বৃদ্ধ গোলামদের আযাদ করে দেয়। হে আমার প্রতিপালক! হে দুনিয়াকে সজ্জিতকারী! দুর্বল বৃদ্ধ সাদীকেও ক্ষমা করে দাও। (মিরআতুল মানাজিহ, ৮৯/৭)

সুতরাং যৌবনের মূল্যায়ন করে বেশি থেকে বেশি ইবাদত করুন, যাতে কাল যখন বার্ধক্য অধিক ইবাদত থেকে অপারগ করে দিবে তখন আল্লাহ তাআলার মহান দরবার থেকে সুস্থতা ও যৌবনে সম্পন্ন ইবাদতের মত সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা

হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে: হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন ওমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম, হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “(আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:) আমার প্রদত্ত তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী, আমার লিখিত বিষয়ের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশকারী, আমার প্রদত্ত রিযিকের উপর সন্তোষ ব্যক্তি এবং আমার সন্তুষ্টির জন্য নিজের নফসের কুপ্রবৃত্তিকে পরিত্যাগকারী যুবক আমার দরবারে আমার কিছু ফিরিশতাদের মতো।” (জমউল জাওয়ামি, ২৭২/৯, হাদীস- ২৮৭১৪)

বাস্তবিকই! যদি মানুষ আল্লাহ তাআলার বাধ্য ও অনুগত বান্দা এবং তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সত্যিকার গোলাম হয়ে যায়, তবে সে ফেরেশতাদের মতো বরং কতিপয় ফেরেশতার চেয়েও উত্তম হয়ে যায়।

ফেরেশতো ছে বেহতর হে ইনসান বননা, মগর ইছ মে লাগতি হে মেহনত যিয়াদাহ।

ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম কে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! আমাদের রাসূল ফেরেশতাদের রাসূলদের চেয়ে উত্তম আর ফেরেশতাদের রাসূল আমাদের ওলীদের চেয়ে উত্তম এবং আমাদের ওলীরা সাধারণ ফেরেশতার (অর্থাৎ- যারা রাসূল নয়) চেয়ে উত্তম। পাপাচারী বান্দারা ফেরেশতাদের চেয়ে কোন ভাবে উত্তম হতে পারে না।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩৯১/২৯, আন নিবরাহ, ৫৯৫)

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন ওমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তিকে ভালবাসেন যে নিজের যৌবনকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের জন্য ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন।” (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩৯৪/৫, হাদীস- ৭৪৯৬)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উক্ত বর্ণনা দুইটি অনুগত বান্দাদের জন্য নিজের আঁচলে অসংখ্য বরকত ও দান সাজিয়ে রেখেছে। কেননা, যে সৌভাগ্যবান নিজের যৌবনের বয়স আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিমূলক কাজে এবং তাঁর বান্দেগীতে অতিবাহিত করে, অবৈধ ভোগ-বিলাশ এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, তার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে সম্মানজনক পদমর্যাদা এবং প্রিয়পাত্র হওয়ার মর্যাদা লাভ করার আশা ও সুসংবাদ রয়েছে। কেননা, যৌবনে নফসের মুখে জোরালো ঘোড়ার লাগাম দেয়া কঠিন হয়ে থাকে। এ কারণে যৌবনকালে ইবাদত করার অধিক ফযীলত রয়েছে। যেমন- হাকীমুল উম্মত হযরত আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ উল্লেখ করেন: যৌবনে গুনাহ থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করো, যেহেতু যৌবনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শক্তিশালী এবং নফস গুনাহের দিকে (বেশি) ধাবিত হয়। এজন্য এ সময়ের ইবাদত বার্ষিক্যের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। (মিরআতুল মানাজিহ, ৪৩৫/১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ফিতনাপূর্ণ যুগে যখন দূর্ভাগ্যবশতঃ অসংখ্য যুবক কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দূরে যৌবনের উন্মাদনায় মাতাল, দুনিয়ার লোভ-লালসার নেশায় আসক্ত এবং নফস ও শয়তানের হাতে অক্ষম হয়ে গুনাহ ও নির্লজ্জতার বন্যায় বেসে যাচ্ছিল, তখনই তবলীগে কুরআন ও সুন্নাহের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী উম্মতের সংশোধনের সাহসী পতাকা উত্তোলন করে আর এ কুপথে চলা ও নির্লজ্জতার বন্যাকে প্রতিরোধের সফল প্রচেষ্টার যাত্রা শুরু করে। দা'ওয়াতে ইসলামীর সফলতা খোলা বইয়ের মত আজ সকলের কাছে স্পষ্ট। কেননা, ঐ যুবক যে হতভাগা শয়তান এবং লাগামহীন নফসের গোলাম হিসেবে দেখা যেতো, সৌভাগ্যক্রমে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় তার অন্ধকার জীবনে মাদানী পরিবর্তনের বসন্ত চলে আসে,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

আর সে নিজের যৌবনের মূল্যবান দিনগুলোকে আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর প্রিয় রাসূল, রাসূলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নামে ওয়াকফ করে এ মাদানী উদ্দেশ্যকে প্রসার কারী হয়ে যায় যে, “আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।” إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ

যুবসমাজ এবং দা'ওয়াতে ইসলামী

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের অসংখ্য বৈপ্লবিক পদক্ষেপের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল- এ মাদানী পরিবেশ গুনাহে নিমজ্জিত এবং সর্বদা দুনিয়াবী ভবিষ্যতের উন্নতির ভাবনায় চিন্তাগ্রস্ত যুবককে তাকওয়ার শাহী রাস্তায় পরিচালিত করে আখিরাতের চিন্তায় ব্যস্ত করে দিয়েছে। এ মাদানী পরিবেশের বরকতে অসংখ্য যুবক ইসলামী ভাই দুনিয়াবী চাকচিক্য এবং যৌবনের অলসতা প্রদর্শন করা থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ হয়ে গেছে। এটাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর পরিভাষায় “ওয়াক্ফে মদীনা” বলা হয়।

মকবুল জাহা ভর মে হো দা'ওয়াতে ইসলামী,
সদকা তুবে আয় রবে গাফফার! মদীনে কা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

সর্বোত্তম জীবনের রহস্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনার কাছে মাদানী অনুরোধ হল, নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে উত্তম এবং জীবনের মুহূর্তগুলোকে মূল্যবান করার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। কেননা, সর্বোত্তম জীবনের রহস্য আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্যের মধ্যে নিহিত আছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

যেমন- প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: জীবন সকল ব্যক্তির অতিবাহিত হয়, সর্বোত্তম জীবন হল সেটাই, যা আল্লাহ তাআলার জন্য ওয়াক্বফ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা এমন লোকদের জন্যই সদকার বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, যারা নিজের জীবন আল্লাহ তাআলার জন্য ওয়াক্বফ করে দিয়েছে। (ভাফসীরে নঈমী, ১৩৪/৩) আল্লাহ তাআলার রহমত তাদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

امین بجاه النبی الامین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

কাযা হক হে, মগর ইছ শাওক কা আল্লাহ ওয়ালী হে,

জু উনকি রাহ মে জায়ে ওহ জান আল্লাহ ওয়ালী হে। (হাদায়িকে বখশিশ)

সত্তর সিদ্দীকীর সাওয়াব অর্জনকারী

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত;

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আল্লাহ তাআলার হারামকৃত বস্তু সমূহ থেকে বেঁচে থাকা এবং তাঁর বিধি-বিধান সমূহের উপর আমলকারী যুবককে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: তোমার জন্য সত্তর সিদ্দীকের সমপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে।” (আত-তারগীব ফি ফাযায়িলিল আমাল, ফদলু ইবাদতিশ শাব, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

আল্লাহ তাআলার প্রকৃত বান্দা

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত;

নবীদের তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “আল্লাহ তাআলা আপন সৃষ্টির মধ্যে ঐ নেককার যুবককে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

যে নিজের যৌবন এবং সৌন্দর্যকে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে ব্যয় করেছে। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সামনে এমন বান্দার জন্য গর্ব করেন এবং ইরশাদ করেন: সে আমার প্রকৃত বান্দা।”

(আত-তারগীব, ফি ফায়ালিল আমাল, বাবু ফদলু ইবাদতিত শাব, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঐ যুবক কতই সৌভাগ্যবান আল্লাহ তাআলার দরবারে যার প্রিয়পাত্র হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়, যার যৌবন আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়। সার্মথ্য থাকা সত্ত্বেও যার সত্ত্বা নফসের চাটুকামিতা এবং শয়তানের জালে ফেসে যায়না এবং যার মধ্যে আল্লাহ তাআলার ভয় বিদ্যমান থাকে। ঐ সৌভাগ্যবানদের জন্য উল্লেখিত হাদীসে মোবারকা প্রাণ উৎসর্গকারী সুসংবাদ স্বরূপ এবং এমন যুবক সমাজেও বিশেষ স্থান ও মর্যাদা এবং মান সম্মান অর্জন করে থাকে।

ওহি জাওয়া হে কবিলে কি আখ কা তারা
শাবাব জিহ্ব কা হে বে দাগ দরব হে কারী

লজ্জাশীল যুবক

যৌবনের মুহর্তগুলোকে মদীনার সুগন্ধ দ্বারা সুরভিত করতে, যৌবনকালকে গুনাহের দাগ ও আবর্জনা থেকে বাঁচাতে এবং লজ্জাশীলতার মূর্ত প্রতীক হওয়ার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার সুন্নাতে ভরা বয়ান “বা-হায়া নওজোয়ান” (তথা- লজ্জাশীল যুবক) নামক ক্যাসেটটি হাদিয়া সহকারে সংগ্রহ করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এ বয়ানের ৪৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালাও মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া সহকারে সংগ্রহ করতে পারেন। নিজেও পড়ুন এবং অপরকেও উপহারস্বরূপ প্রদান করুন اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ। অসংখ্য বরকতের ভান্ডার অর্জিত হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

যুবকদেরকে কুপথে চলা ও অলসতার নিদ্রা ত্যাগ করা, পূর্বর্তী বুয়ুর্গদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ এর অনুসরণের মধ্যে দ্বীন ও জাতির খেদমত করা এবং ইসলাম ধর্মকেই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার মাধ্যম জানার মনমানসিকতা দিতে গিয়ে কবি খুবই সুন্দর বলেছেন:

তেরে সুফী হ্যায় আফরাংগি, তেরে কালি হ্যায় ইরানী,
লাহ মুবাকো রুলাতী হ্যায়, জাওয়ানো কি তনে আসানী।
আমারত কিয়া শাকোহে খুসরভী ভি হো তো কিয়া হাসিল,
না জোরে হায়দারী তুব মে, না ইসতিগ্নায়ে সালামানী।
না ডোন্ড ইছ ছিজ কো তাহজীবে হাজির কি তাজল্লী,
কেহ পায়্যা ম্যায় নে ইসতিগ্না মে মেরাজে মুসলমানী।

صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
سَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ!

যৌবন আত্মা তাআলার নেয়ামত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যৌবন আত্মা তাআলার অনেক বড় নেয়ামত, যে এ নেয়ামত পেয়েছে তার উচিত এর মূল্যায়ন করে বেশি থেকে বেশি সময় ইবাদত ও আনুগত্যের মধ্যে অতিবাহিত করা। সময়ের অমূল্য হীরাকে উপকার লাভের মাধ্যম বানানো উচিত। হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: যৌবনের ইবাদত বার্ষিক্যের ইবাদত থেকে উত্তম। কেননা, ইবাদতের আসল সময় হলো, যৌবন কাল। কবিতা-

কর জাওয়ানী মে ইবাদত, কাহেলী আচ্ছি নেহী,
জব বুড়াপা আগেয়া কুছ বাত বন পড়তি নেহী।
হে বুড়াপা ভি গনীমত জব জাওয়ানী হো ছুকি,
ইয়ে বুড়াপা ভি না হোগা মওত জিছ দম আগেয়ী।

সময়কে মূল্যায়ন করো, সেটাকে মূল্যবান সম্পদ মনে করো, বিগত সময় পুনরায় ফিরে আসেনা। (মিরআতুল মানাজিহ, ১৬৭/৩)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

আর বিশেষত যৌবনের মুহূর্তগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া খুবই জরুরী। কেননা, যৌবনকালে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মজবুত ও শক্তিশালী হয়ে থাকে। যার কারণে বিধানাবলী ও ইবাদত সম্পন্ন করা, প্রচেষ্টা করা খুবই সাচ্ছন্দ সহকারে সম্ভব হয়। বৃদ্ধ অবস্থায় এসব কার্যাবলী সম্পন্ন করার সুযোগ কোথায়! ঐ সময় তো মসজিদ পর্যন্ত যাওয়াও কঠিন হয়ে যায়। ক্ষুধা-তৃষ্ণার তীব্রতা সহ্য করার সাহসও থাকেনা। নফল তো দূরের কথা ফরয রোযা পূর্ণ করাও কষ্টসাধ্য হয়ে যায় এবং এমনিতেও যৌবনের ইবাদত অনন্য মর্যাদা রাখে। যেমন-

ইবাদত পরায়ণ যুবকের ফযীলত

হযরত সায্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহিম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “সকাল বেলা ইবাদতকারী যুবকের বার্ষিক্য অবস্থায় ইবাদতকারী বৃদ্ধের উপর এমন মর্যাদা অর্জিত হয় (রয়েছে), যেমন- সকল লোকদের উপর রাসূলদের عَلَيْهِمُ السَّلَامُ (মর্যাদা রয়েছে)।” (জমউল জাওয়ামী, ২৩৫/৫, হাদীস- ১৪৭৬৯)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ বর্ণনা থেকে জানা গেল, ইবাদত পরায়ণ যুবক নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান। তার জন্য অনেক ফযীলত এবং সৌভাগ্যের সুসংবাদ রয়েছে। কিন্তু এ ধরণের বর্ণনা থেকে কেউ যেন এটা মনে না করে বৃদ্ধরা তো কোন হিসাবেই নেই। আমার প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনটি নয়। মনে রাখবেন! ইসলামী সমাজের এটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, তা বৃদ্ধ ও দুর্বলদেরকে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করে। ইসলামে বৃদ্ধদের বোঝা মনে করে ঘর থেকে বের করে দেয়া এবং তাদেরকে কোন আশ্রয় কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়ার কোন চিন্তাধারা নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ইসলামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো; এ মহান ধর্মে রং ও বংশের পার্থক্য নেই এবং বয়স ও গঠনের কোন বৈষম্য নেই প্রত্যেক মুসলমানের আপন আপন বিশেষ স্থান রয়েছে। যার প্রতি লক্ষ্য রাখা অপর মুসলমানদের উপর আবশ্যিক। এটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকাতাবাতুর মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩২ পৃষ্ঠা সম্বলিত “ইহতিরামে মুসলিম” নামক রিসালায় দেওয়া হয়েছে। মোটকথা! প্রত্যেক মুসলমান সে বৃদ্ধ হোক বা যুবক, ইসলামের দৃষ্টিতে তার একটি বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে। যেমন-

বার্ষিকের ফযীলত

আল্লাহ তাআলার প্রিয় রাসূল, রাসূলে মাকবুল, বিবি আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “সাদা চুল উপড়ে ফেলনা, কেননা, তা মুসলমানের নূর। যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে বৃদ্ধ হয়েছে, আল্লাহ তাআলা সেটির কারণে তার জন্য নেকী লিখবেন ও গুনাহ মোছন করবেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।”

(আবু দাউদ, কিতাবুত তারজুল, বাবু ফি নতফিশ শায়ব, ১১৫/৪, হাদীস- ৪২০২)

হযরত সায়্যিদুনা কা'ব বিন মুররা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ইসলামের মধ্যে বৃদ্ধ হয়েছে, এ বার্ষিক্য তার জন্য কিয়ামতের দিন নূর হবে।”

(তিরমিযী, কিতাবু ফায়িলুল জিহাদ, বাব মা জাআ ফি ফযলী মিন শাবা শায়বাতা ফি সবীলিল্লাহ, ২৩৭/৩, হাদীস- ১৬৪১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

এজন্য বৃদ্ধ ইসলামী ভাইয়েরাও মন ছোট করবেন না এবং নৈরাশ্যতার কালো ছায়া নিজের উপর আসতে দিবেন না। কেননা, যখন জাগ্রত হবেন তখন সকাল হবে। কেউ কত সুন্দর বলেছেন:

হে বুড়াপা ভি গণীমত জব জাওয়ানী হো চুকি,
ইয়ে বুড়াপা ভি না হোগা, মওত জিহ দম আগিয়ী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিভাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

যদি জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে অনুভূতি জাগ্রত হয়ে যায়, তখনও নিরাশ হবেন না বরং সেটিকে গণীমত মনে করুন এবং জীবনের সকালের পর সন্ধ্যা হওয়ার আগে আগে অনুশোচনা ও কান্নাকাটি এবং তাকওয়া ও পরহেযগারীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টার মধ্যে ব্যস্ত হয়ে যান এবং (আশা ও ভয়) এর মিশ্রিত প্রেরনার আশ্রয় নিয়ে, আঁচল বিছিয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারের প্রতি মনোনিবেশ করুন। এ আশামূলক আয়াত: لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ لَا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা।

(পারা- ২৪, সূরা- যুমার, আয়াত- ৫৩) কে দৃষ্টির সামনে রেখে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ নিরাশ ও খালি আচল নিয়ে নয় বরং দয়া ও ক্ষমার চিরস্থায়ী সম্পদ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ফিরবেন।

না হো নওমিদ, নওমিদী যাওয়ালে ইলম ও ইরফা হে,
উমীদে মরদে মু'মিন হে খোদা কে রায দানো মে।

আর এটাও মনে রাখবেন! বয়সের যে কোন অংশে চাই তা বার্বক্যে হোক না কেন, আল্লাহ তাআলার দরবারে তাওবা করা সৌভাগ্যবানদের অংশ নতুবা বর্তমানে অনেক বৃদ্ধ বার্বক্যে পা রাখার পরও বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলা এবং অন্যান্য হারাম কাজের মধ্যে স্বাদ লাভের পাথেয় অনুসন্ধানের চেষ্টায় ব্যস্ত আছে। যৌবন তো আগেই অলসতার মধ্যে নষ্ট করেছে। বার্বক্যেও ভাল কাজের তাওফিক মিলেনি। তবে এখন জীবনের আর কোন মূহূর্ত এমন পাওয়া যাবে, যাতে পরকালের প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব হবে?

কর না পীরি মে তো গাফলাত ইখতিয়ার, জিন্দেগী কা আব নেহী কুহ ইতিবার।
হলক পর হে মওত কে খাঞ্জার কি দার, কর বস আব আপনে মুরদো মে শুমার।
এক দিন মরনা হে আখির মওত হে, করলে জু করনা হে আখির মওত হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

تُؤَبُّوْا إِلَى اللَّهِ! أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের নিজের যৌবনকে গুরুত্ব দেয়া উচিত নতুবা বার্বক্যে অনেক সময় আফসোসের মাত্রা চিন্তাগ্রস্থ করে তোলে এবং ঐ সময় কিছু করার থাকেনা। বান্দা কিছু করতে চাই কিন্তু সাহস সঙ্গ দেয়না। যৌবনকালকে স্মরণ করতে থাকে কিন্তু যৌবন তো আর ফিরে আসবেনা এবং বার্বক্যের কারণে বিরক্ত বোধ করে কিন্তু তাও যাওয়ার নয় আর ঐ সময় আফসোস করে কোন লাভ নেই।

জু আকে না জায়ে ওহ বুড়াপা দেখা,
জু জাকে না আয়ে ওহ জাওয়ানী দেখী।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে যৌবনের ইবাদতের অনেক বেশি ফযীলত রয়েছে। যৌবনে ইবাদত করা এবং নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখা ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা কিভাবে দয়া করেন। যেমন-

নেককার যুবকের অর্জিত পুরস্কার

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫২ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালা “ফারুকে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর কারামত” এর ১৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: একদা আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এক নেককার যুবকের কবরে তাশরীফ নিলেন এবং বললেন: হে অমুক! আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন:

وَلَسَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ

جَنَّتْنِ

(পারা- ২৭, সূরা- রাহমান, আয়াত- ৪৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর
যে আপন প্রতিপালকের সামনে
দভায়মান হওয়াকে ভয় করে তার
জন্য দুটি জান্নাত রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

হে যুবক! বলো! তোমার কবরের মধ্যে কি অবস্থা? ঐ নেক্কার (আমলদার) যুবক কবরের ভিতর থেকে তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর নাম নিয়ে ডাকলেন এবং উচ্চ স্বরে দু'বার উত্তর দিলেন:

قَدْ أَعْطَانِيهِمَا رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ

অর্থাৎ- আমার প্রতিপালক সে দুটি জান্নাতই আমাকে প্রদান করেছেন।

(তারিখে মদীনা দামেস্ক, ৪৫০/৪৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

سُبْحَانَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ! এ ঘটনা থেকে জানা গেল, যে ব্যক্তি নেকীপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করবে এবং আল্লাহ তাআলার ভয়ে ভীত-সম্ভ্রান্ত থাকবে, সে আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ দয়ায় দুটি জান্নাতের হকদার সাব্যস্ত হবে। তাই যৌবনকে নেকী ও পরহেযগারীতে ব্যয় করুন, নফসের চাহিদার অনুসরণ করা থেকে বেঁচে থাকুন, এখন থেকে সাবধান হয়ে যান! মনে রাখবেন! এ সৌন্দর্য্য ও যৌবন অস্থায়ী সম্পদ এবং এর উপর গর্ব ও অহংকার করা বোকামী ও নির্বুদ্ধিতা।

ডল জায়েগী ইয়ে জাওয়ানী জিছ পর তুম কো নায হে,
তু বাজালে চাহে জিতনা চার দিন ছায হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

تَوَبُّوا إِلَى اللهِ! أَسْتَغْفِرُ اللهُ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন দুইজন খোদাতীরু আবিদ যুবকের বিস্ময়কর ঘটনা লক্ষ্য করুন এবং দেখুন আল্লাহ তাআলার স্মরণে অন্তরকে আবাদকারী ব্যক্তিকে কেমন কারামত দ্বারা ধন্য করা হয়। যেমন-

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

কারামত সম্পন্ন যুবক

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: এক সফরকালীন সময়ে আমার প্রচণ্ড পিপাসা লাগে তখন আমি পানির সন্ধানে একটি উপত্যকার দিকে যেতে লাগলাম। হঠাৎ আমি এক ভয়ানক আওয়াজ শুনতে পায়। তখন চিন্তা করলাম হয়ত! কোন জন্তু হবে, যা আমার দিকে আসছে। সুতরাং আমি পালিয়েই যাচ্ছিলাম। এমন সময় পাহাড় থেকে কেউ আমাকে ডেকে বলল: “হে মানুষ! তুমি যা মনে করেছ সে রকম কোন বিষয় নয়। তিনি একজন আল্লাহ তাআলার ওলী, যিনি তীব্র আফসোস করে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তখন তার আওয়াজ একটু উঁচু হয়ে গেছে।” যখন আমি আপন রাস্তার দিকে পুনরায় ফিরলাম তখন এক যুবককে ইবাদতে মশগুল (দেখতে) পেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং নিজের পিপাসার কথা বললাম তখন তিনি বললেন: “হে মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ! এত বড় সাম্রাজ্যে তোমার এক ফোটাও পানি মিলেনি।” অতঃপর তিনি কংকরময় ভূমির দিকে গেলেন আর সেটিকে পায়ে আঘাত করে বলতে লাগলেন: “ঐ সত্ত্বার কুদরতে আমাদেরকে পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত করো যিনি পচনযুক্ত হাড়িকেও জীবিত করতে সক্ষম।” হঠাৎ কংকরময় ভূমি থেকে এমনভাবে পানি প্রবাহিত হতে লাগল যেমন ঝর্ণা থেকে প্রবাহিত হয়। আমি মন ভরে পানি পান করার পর আরম্ভ করলাম: “আমাকে এমন বিষয়ের নসীহত করুন যার দ্বারা আমার উপকার লাভ হয়। তখন তিনি বললেন: “একাকী অবস্থায় আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মশগুল হয়ে যান, তিনি (আল্লাহ তাআলা) আপনাকে জঙ্গলে পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত করবেন।” এতটুকু বলে তিনি আপন গন্তব্যে চলে গেলেন। (আর রউয়ুল ফয়িক, ১৬৬ পৃষ্ঠা)

মেরী যিন্দেগী বস্ তেরী বান্দেগী মে, হি আয় কাশ! গুজরে সদা ইয়া ইলাহী!

صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ!
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

খোদাজীক নেককার যুবক

হযরত সায়্যিদুনা যুননুন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ একদা সিরিয়ায় তাশরীফ নিলেন (গেলেন)। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ একটি অত্যন্ত সবুজ তরতাজা চমৎকার বাগানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন দেখলেন, এক যুবক আপেল গাছের নিচে নামায়ে মশগুল রয়েছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ঐ নেককার যুবকের সাথে কথা বলার আগ্রহ সৃষ্টি হলো। যখন সে সালাম ফিরালো তখন আমি তাকে আমার দিকে মনোযোগী করার চেষ্টা করি তখন সে জবাব দেয়ার পরিবর্তে যমীনে এ কবিতা লিখে দেয়:

مُنْعَ اللَّسَانِ مِنَ الْكَلَامِ لِأَنَّهُ كَهْفُ الْبَلَاءِ وَجَارِبُ الْأَقَاتِ
فَإِذَا نَطَقَتْ فَكُنْ لِرَبِّكَ ذَاكِرًا لَا تَنْسَهُ وَأَخْبِدْهُ فِي الْحَالَاتِ

অর্থাৎ- জিহ্বাকে কথাবলা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। কেননা, এ (জিহ্বা) বিভিন্ন ধরণের বিপদের গর্ত এবং মুসীবত আনয়নকারী। তাই যখন কথা বলবে তখন আল্লাহ তাআলার যিকির করবে, তাঁকে কোন সময় ভুলে যেওনা এবং সর্বদা তাঁর প্রশংসা করতে থাকো।

যুবকের এ লিখা তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর অন্তরে গভীর প্রভাব ফেলল, আর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তখনই অব্যাহত নয়নে কান্না করতে লাগলেন। যখন একটু শান্ত হলেন তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ও জবাবে যমীনে আপুল দ্বারা এ কবিতা লিখে দেন:

وَمَا مِنْ كَاتِبٍ إِلَّا سَيَبْنِي وَيُبْقِي الدَّهْرُ مَا كَتَبْتَ يَدَا
فَلَا تَكْتُبْ بِكَفِّكَ غَيْرَ شَيْءٍ يَسُرُّكَ فِي الْقِيَامَةِ أَنْ تَرَاهُ

অর্থাৎ- প্রত্যেক লিখককে একদিন কবরে যেতে হবে কিন্তু তার লিখা সর্বদা বহাল থাকবে। তাই নিজের হাতে এমন বিষয় লিখো যা দেখে কিয়ামতের দিন তোমার খুশি অর্জিত হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

হযরত সাযিয়দুনা যুননুন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বর্ণনা হলো: আমার লিখা পাঠ করে ঐ নেক্কার যুবক একটা চিৎকার দিল আর তাঁর দেহ পিঞ্জর থেকে রূহ বের হয়ে গেল। আমি চিন্তা করলাম, তাঁর কাফন দাফনের ব্যবস্থা করে দিই কিন্তু অদৃশ্যের আহবানকারী আওয়াজ দিল: যুননুন! তাকে (সেখানেই) থাকতে দাও। আল্লাহ্ তাআলা তার সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, ফেরেশতা তোমার কাফন দাফন সম্পন্ন করবে। এটি শুনে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বাগানের এক কোণায় ইবাদতে রত হয়ে যান এবং কয়েক রাকাত আদায় নামায করার পর দেখলেন সেখানে ঐ যুবকের নাম নিশানাও নেই। (রওযুর রিয়াহীন, ৪৯ পৃষ্ঠা)

রহো মাস্ত ও বেখুদ ম্যায় তেরী বিলা মে, পিলা জাম এয়ছা পিলা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

আরশের ছায়া লাভকারী সৌভাগ্যবান

যৌবনে ইবাদতকারী এবং আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ভয় পোষণকারীদের মোবারকবাদ। কেননা, কিয়ামতের দিন যখন সূর্য এক-মাইল উপরে এসে আগুন বর্ষণ করতে থাকবে, আরশের ছায়া ব্যতীত ঐ মারাত্মক গরম থেকে বাঁচার কোন মাধ্যম থাকবেনা। তখন আল্লাহ্ তাআলা এমন সৌভাগ্যবান যুবককে নিজের আরশ নামক আশ্রয়স্থলের রহমতরূপী ছায়া প্রদান করবেন। যেমন- হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আবদুর রহমান জালালুদ্দীন সুযুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত সাযিয়দুনা সালমান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ হযরত সাযিয়দুনা আবু দারদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর প্রতি চিঠি লিখলেন: ঐ গুণের অধিকারী মুসলমান আরশের ছায়ায় থাকবে; (সেগুলোর মধ্যে দুটি হল:) (১) ঐ ব্যক্তি যার ক্রম-বিকাশ এ অবস্থায় হয়েছে যে, তার সংস্পর্শ, যৌবন এবং শক্তি আল্লাহ্ তাআলার পছন্দনীয় এবং সন্তুষ্টিমূলক কাজে ব্যয় হয়েছে এবং

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরদর শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাররাত)

(২) ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ তাআলার যিকির করল এবং তাঁর ভয়ে তার চোখ থেকে অশ্রু বের হল। (মুসান্নিফে ইবনে আবু শায়বা, কিতাবুয় যুহুদ, কালামে সালমান, ১৭৯/৮, হাদীস- ১২)

ইয়া রব! ম্যায় তেরে খাওফ ছে রুতা রহো আকছর,
তু আপনি মুহাব্বত মে মুঝে মাস্ত বানা দে।

صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ!
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

আমাদের পূর্ববর্তী বুয়ুর্গারা رَحْمَةُ اللهِ السَّلَام যৌবনের অনেক গুরুত্ব দিতেন এবং এটির গুরুত্ব দেওয়ার বিশেষ উপদেশও দিতেন। যেমন-

ইমাম গায়ালীর উপদেশ

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গায়ালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ যুবকদের এবং তাওবা করতে বিলম্বকারীদেরকে বুঝাতে গিয়ে বলেন: তোমরা কি চিন্তা করনা যে, তোমরা কখন থেকে নিজের নফসের সাথে ওয়াদা করে আসছ, কাল আমল করব, কাল আমল করব আর ঐ কাল “আজ” দ্বারা পরিবর্তন হয়ে গেলো। তোমরা কি জাননা, যে “কাল” এসেছে এবং চলে গেছে তা গতকালে পরিণত হয়ে গেছে বরং আসল কথা হলো তুমি “আজ” আমল করা থেকে অক্ষম হলে তবে “কাল” আরো বেশি অক্ষম হবে। (আজকের কাজ কালকের জন্য রেখে দেয়া এবং তাওবা ও আনুগত্যের মধ্যে বিলম্বকারী) ঐ ব্যক্তির মত, যে গাছ উপড়িয়ে ফেলতে যৌবনে অপারগ আর তা ২য় বছর পর্যন্ত দেবী করে অথচ সে জানে যে, যতটুকু সময় অতিবাহিত হবে গাছ আরো মজবুত এবং পরিপক্ব হতে থাকবে এবং উচ্ছেদকারী দুর্বল হতে থাকবে অতঃপর যে তাকে (গাছ) যৌবনে উপড়াতে পারেনি সে বার্ষিক্যে কখনো উপড়াতে পারবেনা। (ইহুইয়াউল উলুম, ৭৬/৪)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওনুল বদী)

উতরতে চন্দ ডালতি চান্দনী জু হো সকে করলে,
আন্ধেরা পাক আতা হে ইয়ে দু দিন কি উজালী হে। (হাদায়িকে বখশিশ)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইমাম গায়ালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর এ মোবারক বাণী কিরূপ চিন্তা করার মত, যে ব্যক্তি যৌবনে শরীয়াতের বিধি-বিধান ও আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও অনুসরণের মধ্যে অলসতা করে তবে কাছে তার থেকে কিভাবে আশা করা যেতে পারে যে, সে বার্ধক্যে ঐ ভুলগুলোর সংশোধন করতে পারবে। কেননা, ঐ সময় তো শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দুর্বলতার শিকার হয়ে থাকবে এজন্য যৌবনকে গণীমত (অমূল্য সম্পদ) মনে করবে আর এ বয়সে নফসের লাগামহীন এবং শক্তিশালী ঘোড়াকে লাগাম লাগিয়ে দিন এবং তাওবা করার জন্য তাড়াতাড়ি করুন। জানিনা কোন্ সময় মৃত্যুর সংবাদ চলে আসে। কেননা, মৃত্যু তো যৌবনের ও খেয়াল করেনা, শৈশবকালেরও পরোয়া করেনা।

মওত না দেখে হুসন ও জাওয়ানী না ইয়ে দেখে বাচপন,
খোওয়া হো ওমর আঠারা বরছি ইয়া হো জাওয়ায়ে বাচপন।

সুতরাং চাই বয়সের যেকোন অংশে হোক, মৃত্যুকে সর্বদা চোখের সামনে রাখুন, তাওবা করতে তাড়াহুড়া করুন এবং যুবকেরা এর উপর বেশি মনোযোগ দিন। কেননা, যৌবনের তাওবাকে আল্লাহ তাআলা বেশি পছন্দ করেন। যেমন-

যৌবনে তাওবার ফরীলত

আল্লাহ তাআলার মাহবুব, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ الشَّابَّ التَّائِبَ” অর্থাৎ- যৌবনে তাওবাকারী ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার প্রিয়।” (কানযুল উম্মাল, কিতাবুত তাওবা, ১ম পরিচ্ছেদ, ৪র্থ অংশ, ৮৭/৩, হাদীস- ১০১৮১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরদ শরীফ পড়ো **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ**! স্মরণে এসে যাবে।” (সা'য়াদাতুদ দা'রাইন)

যৌবনে তাওবাকারী প্রিয় কেন?

মুবািল্লিগে ইসলাম হযরত আল্লামা শায়খ শোয়াইব হারিফিশ **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** বলেন: আল্লাহ তাআলার আপন বান্দার সাথে ভালবাসা তখন হয়, যখন সে যৌবনে তাওবা করে থাকে। কেননা, যুবক তরতাজা সবুজ ডালের মত। যখন সে নিজের যৌবন এবং সকল প্রকারের কুপ্রবৃত্তি ও ভোগ-বিলাস থেকে স্বাদ নেওয়া এবং সেগুলোর প্রতি আসক্ত হওয়ার বয়সে তাওবা করে আর এটা এমন সময় দুনিয়া তার প্রতি ঝুকে পড়ে, তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য সে ঐ সকল বস্তুগুলোকে পরিত্যাগ করে তখন সে আল্লাহ তাআলার মুহাব্বতের হকদার হয়ে যায় এবং তাঁর মাকবুল বান্দাদের মধ্যে তাকে গণ্য করা হয়।

(হিকয়াতে আগর নহীহতে, ৭৫ পৃষ্ঠা) হযরত সাযিয়দুনা আনাস বিন মালিক **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেছেন: “আল্লাহ তাআলার নিকট তাওবাকারী যুবকের চেয়ে বেশি পছন্দনীয় (আর) কেউ নেই।”

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল মাওয়াজ, আত-তারগীবুল ইহাবি, ১৫তম অংশ, ৩৩২/৮, হাদীস- ৪৩১০১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

যৌবনে ইস্তিগফার করতে থাকুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যৌবনে ইবাদত ও তাওবার প্রতি আগ্রহী যুবক কিরূপ সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ তাআলা তাকে নিজের প্রিয় বান্দা বানিয়ে নেন। সত্য হচ্ছে যে-

دَرْ جَوَانِي تَوْبَتُهُ كَرْدَن شَيْءٍ يُبَيِّنُ عَيْبِي وَوَقْتُ بِيْرِي كُرْكَ ظَالِمِي شَوْذُ ذُپَرْ هِيْزْكَ

অর্থাৎ- যৌবনে ইস্তিগফার (তথা ক্ষমা প্রার্থনা) করা আশ্বিয়ায়্যে কেরাম

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ এর সুল্লাত নতুবা বৃদ্ধাবস্থায় তো অত্যাচারী নেকড়ে বাঘও পরহেযগারীর পোষাক পরিধান করে নেয়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

একটি কুমন্ত্রণা এবং এর প্রতিকার

কুমন্ত্রণা: বর্ণিত কবিতায় তাওবা ও ইস্তিগফারকে আশিয়ায়ে কেলামদের

عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ السَّلَامُ সুনাত বলা হয়েছে অথচ তাওবা তো গুনাহের কারণে করা হয়, তবে কি আল্লাহর পানাহ! আশিয়ায়ে কেলামদের عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ السَّلَامُ থেকেও গুনাহ সংঘটিত হতে পারে?

কুমন্ত্রণার প্রতিকার: না! কখনো নয়! আশিয়ায়ে কেলামগণ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ السَّلَامُ

সকল ভুলও গুনাহ থেকে নিস্পাপ আর মাসুম তথা নিস্পাপের অর্থ হল যে, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হিফায়তের ওয়াদা হয়েছে যার কারণে তাদের দ্বারা গুনাহ সংঘটিত হওয়ার শরীয়তসম্মত ভাবে অসম্ভব। অনুরূপ এমন কার্যাবলী, যা সামগ্রিক ভাবে এবং মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে বিপরীত নবুওয়াতের পূর্বে ও নবুওয়াতের পরে সর্বসম্মতিক্রমে নিস্পাপ এবং কবিরা গুনাহ সমূহ থেকেও সামগ্রিকভাবে নিস্পাপ আর হক হল এটা যে, সগীরা গুনাহ সংঘটিত হওয়া থেকেও নবুওয়াতের আগে ও নবুওয়াতের পরেও পূতপবিত্র।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

ওহ কামালে হুসনে হুয়ুর হে কেহ গুমানে নকছে জাহা নেহী,
ইয়াহী ফুল খার ছে দূর হে ইয়াহী শামআ হে কেহু ধোয়া নেহী।

(হাদায়িকে বখশিশ)

আশিয়ায়ে কেলাম ও রাসূলগণ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ السَّلَامُ থেকে তাওবা ও ইস্তিগফারের যেসব কার্যাবলী বর্ণিত আছে। তা বিনয় স্বরূপ এবং উম্মতের শিক্ষার জন্য। এজন্য তাওবা ও ইস্তিগফারকে বর্ণিত কবিতার মধ্যে আশিয়ায়ে কেলাম عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ السَّلَامُ এর সুনাত বলা হয়েছে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

যুবকদেরকে উপদেশ

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সয়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ উল্লেখ করেন: হযরত মানছুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এক যুবককে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: হে যুবক! তোমাকে তোমার যৌবন যেন ধোঁকায় না ফেলে, এমন অনেক যুবক ছিল যারা তাওবাকে বিলম্বিত এবং নিজের আশাগুলোকে দীর্ঘায়িত করেছিল, মৃত্যুকে ভুলে গেল আর বলত: কাল তাওবা করে নিব, পরশু তাওবা করে নিব এমনকি ঐ উদাসীনতার মধ্যে মালাকুল মওত চলে আসে আর ঐ অলস অন্ধকার কবরে গিয়ে শায়িত হয়। তাদেরকে না কোন সম্পদ, না কোন গোলাম, না কোন সন্তানসন্ততি, না মা বাবা কোন উপকার দিল।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا
بَنُونَ ﴿١١﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ
بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿١٢﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: (৮৮) যে দিন না ধন-সম্পদ কাজে আসবে এবং না সন্তান-সন্ততি (৮৯) কিন্তু সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর সম্মুখে (পবিত্র) প্রশান্ত অন্তর নিয়ে হাযির হয়েছে। (পারা- ১৭, সূরা- শু'আরা, আয়াত- ৮৮, ৮৯)

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৮৭ পৃষ্ঠা)

শবনম রুগতি হে কেহ নয়ে রংগে জাহা কুছ ভি নেহী,
খান্দাহ যন হ্যায় বুলবুলে আওর গুল কা নিশা কুছ ভি নেহী।
চারদিন কি চান্দনী হে পির আন্দেরী রাত হে,
ইয়ে তেরা হুসনো শাবাব আয় নওজোয়ান! কুছ ভি নেহী।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ! اسْتَغْفِرِ اللَّهَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণে, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে, নেকীর উপর স্থায়ীত্ব পেতে এবং নিজের যৌবনকে মাদানী রঙ্গে রঞ্জিত করার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলার সুন্নাতে ভরা সফর করতে থাকুন এবং সফল জীবন অতিবাহিত করার জন্য এবং আখিরাতকে সুন্দর করার জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করে প্রতিদিন ফিকরে মদীনার করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করুন এবং প্রতি মাসে আপন যিম্মাদারের নিকট জমা করান। সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহে বেশি পরিমাণে অংশগ্রহণ করুন। তাওবার উপর স্থায়ীত্ব পাওয়ার জন্য এবং এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৩২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “তাওবা কি রিওয়য়াত ও হিকয়াত” অধ্যয়ন করুন এমনকি কামিল ওলীর সংস্পর্শ পাওয়া এবং ইলম ও হিকমতের মোতি অর্জন করার জন্য মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করুন, বাবুল মদীনার বাইরের ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনেরা মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

মাদানী চ্যানেল কি?

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব “গীবতের ধ্বংসলীলা” এর ৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে: **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ!** তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর অসংখ্য বিভাগ রয়েছে, যার মাধ্যমে দুনিয়াতে ইসলামের বাহার বিতরণ করা হচ্ছে। সেগুলোর মধ্যে “মাদানী চ্যানেল” নামে একটি বিভাগ রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

যার দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে T.V.র মাধ্যমে ঘরে ঘরে প্রবেশ করে, দা'ওয়াতে ইসলামী ইসলামের পয়গাম প্রসার করছে। মাদানী চ্যানেল দুনিয়াতে একমাত্র চ্যানেল, যা ১০০% ইসলামী রপ্তে রপ্তিন। তাতে না কোন সিনেমা- নাটক রয়েছে, না কোন গান-বাজনা, আর না কোন মহিলার সৌন্দর্য প্রদর্শন, না কোন ধরণের গান। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে অনেক কাফির ইসলামের ছায়াতলে আসছে। অসংখ্য বেনামাযী নিয়মিত নামাযী হয়ে যায় এবং অগণিত মানুষ গুনাহ থেকে তাওবা করে সুন্নাতের উপর আমল করতে শুরু করেছে। মাদানী চ্যানেলের বরকত সমূহের অনুমান করার জন্য এর একটি মাদানী বাহার লক্ষ্য করুন। যেমন- এক ইসলামী ভাই আমাকে ই-মেইলের মাধ্যমে একটি “মাদানী বাহার” পেশ করে। এটির সারাংশ হলো: আজকাল এ অবস্থা যে, কথা বলার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ কথার অনুমান করা যায় না যে, গীবতের ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে। একবার হায়দারাবাদ (বাবুল ইসলাম সিন্দু) থেকে বাবুল মদীনা আগত এক ইসলামী ভাই কিছু ইসলামী ভাইদের উপস্থিতিতে বলল: আমার এক বন্ধু আমাকে বলেছে; আমার বোন, যে খুবই বদমেজাজী স্বভাবের ছিল। যদি কখনো কারো সাথে অসম্মত হয়ে যেত, তবে নিজে থেকে এসে প্রথমে সাক্ষাত করতনা। আমার ভাবী এবং বোনের মধ্যে কিছু কারণে পরস্পর মনোমালিন্য হয় আর বোন কথাবার্তা বলা বন্ধ করে দিল, সৌভাগ্যক্রমে ঐ রাতে দা'ওয়াতে ইসলামীর সবার প্রিয় ১০০% ইসলামী মাদানী চ্যানেলে “মাদানী মুযাকারা” সম্প্রচার করা হয়, যাতে গীবতের ধ্বংসলীলা থেকে বাঁচার মানসিকতা প্রদান করা হয়ে ছিল। আমার বোন যখন ঐ মাদানী মুযাকারা শুনল, তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমার ঐ বদমেজাজী বোন যে প্রথমে নিজ থেকে এসে কারো সাথে সাক্ষাত করত না এখন নিজে থেকে আসল এবং সে আমার ভাবীর সাথে শুধু সাক্ষাত করলনা বরং ক্ষমাও চেয়ে নেয় আর উভয়ের মধ্যে মীমাংসা হয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তবারনী)

নাচ গানো আওর ফিলমো ছে ইয়ে চ্যানেল পাক হে,
মাদানী চ্যানেল হক বয়ান করনে মে ভি বেভাক হে।
মাদানী চ্যানেল মে নবী কি সুনাতো কি ধুম হে,
আওর শয়তানে লায়িন রনজুর হে, মাগমুম হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুনাতের ফযীলত এবং কিছু সুনাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে (ব্যক্তি) আমার সুনাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।” (মিশকাহুল মাসাবীহ, ১/৫৫, হাদীস- ১৭৫)

সিনা তেরী সুনাত কা মদীনা বনে আকা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ঘরে আসা যাওয়ার ১২টি মাদানী ফুল

(১) যখন ঘর থেকে বের হবেন তখন এই দোয়া পড়ুন:

إِن شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি। আল্লাহু প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত কোন সামর্থ্য ও শক্তি নেই। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫০৯৫) এ দোয়া পাঠ করার বরকতে সঠিক পথে থাকবে এবং বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকবে। আল্লাহর সাহায্যের আওতায় থাকবে। (২) ঘরে প্রবেশের দোয়া:

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ
بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রবেশকালে এবং বের হওয়ার সময় মঙ্গল প্রার্থনা করছি আল্লাহর নামে আমি (ঘরে) প্রবেশ করছি এবং তারই নামে বের হই এবং আপন প্রতিপালকের উপর আমরা ভরসা করছি। (প্রোক্ত, হাদীস-৫০৯৬) এ দুটি পাঠ করে ঘরের অধিবাসীদের সালাম করুন। অতঃপর নবী করীম

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে সালাম পেশ করুন এরপর সুরা ইখলাস পাঠ করুন إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ঘরে বরকত ও পারিবারিক কলহ থেকে মুক্ত থাকবে।

(৩) নিজের ঘরে আসা যাওয়াতে মুহরিম মুহরিমাদেরকে (যেমন মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি) সালাম করুন। (৪) আল্লাহর নাম নেওয়া ব্যতীত

بِسْمِ اللَّهِ বলা ব্যতীত যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করবে শয়তানও তার সাথে প্রবেশ করে, (৫) যদি এমন ঘরে (চাই নিজের খালি ঘরে হোক) প্রবেশ করা হয়

যেখানে কেউ নেই তবে এভাবে বলুন: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ (অর্থাৎ আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর সালাম) ফিরিশতা এ সালামের উত্তর প্রদান করে। (দুররুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৮২ পৃষ্ঠা) অথবা এভাবে বলুন

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ كَرِيمٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ রুহ মুবারক প্রতিটি মুসলমানের ঘরে উপস্থিত থাকে।

(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা, শরহুস শিফা লিল কারী, ২য় খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা) যখনই কারো ঘরে প্রবেশ করতে চান তখন এভাবে বলুন السَّلَامُ عَلَيْكُمْ আমি কি ভিতরে আসতে পারি? (৭) যদি ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া না যায়, তবে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যান হতে পারে কোন অপরাগতার কারণে ভিতরে আসার অনুমতি দেয়নি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তবারানী)

(৮) যখন আপনার ঘরে কেউ করাঘাত করে তবে সুন্নাত হচ্ছে এভাবে জিজ্ঞাসা করা কে? করাঘাতকারীর উচিত, নিজের নাম বলা যেমন বলুন, মুহাম্মদ ইলইয়াস নাম বলার পরিবর্তে মদীনা, আমি! দরজা খুলুন ইত্যাদি বলা সুন্নাত নয়। (৯) উত্তরে নাম বলার পর দরজা থেকে সরে দাঁড়ান যাতে দরজা খুলতেই ঘরের ভিতরে দৃষ্টি না পড়ে, (১০) কারো ঘরে উঁকি মারা নিষেধ। অনেকের ঘরের সামনে নিচে অন্যান্য ঘর থাকে সুতরাং বেলকনি ইত্যাদি থেকে দেখার সময় এদিকে খেয়াল করা উচিত যেন তাদের ঘরে দৃষ্টি না পড়ে। (১১) কারো ঘরে গেলে সেখানের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে অহেতুক মন্তব্য করবেন না এতে তার মনে কষ্ট আসতে পারে, (১২) বিদায়ের সময় মালিকের জন্য দোয়া ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করুন এবং সালাম করে সম্ভব হলে কোন সুন্নাতে ভরা রিসালা ইত্যাদি উপহার দিন।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “বাহারে শরীয়াত” ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব ‘সুন্নাত ও আদব’ হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায়** আশেকানে রাসূলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

(১০১ মাদানী ফুল, ২৩ পৃষ্ঠা)

শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো, লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে, কাফিলে মে চলো, পাওগে বরকতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

তথ্যসূত্র

নং	কিতাব	প্রকাশনা
১	কুরআন মাজিদ	
২	কানযুল উম্মাল ফি তরজুমাতিল কুরআন	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
৩	জামে তিরমিযী	দারুল মারিফা, বৈরুত ১৪১৪হিঃ
৪	সুনানে আবু দাউদ	দারুল ইহুইয়াউত তুরাছিল আরবী, বৈরুত ১৪২১হিঃ
৫	মুসনাদে আবু ইয়াল্লা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৮হিঃ
৬	মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা	আল মাজলিসুল ইলমী, বৈরুত ১৪২৭হিঃ
৭	মিশকাতুল মাসাবিহ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২১হিঃ
৮	কানযুল উম্মাল	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৯হিঃ
৯	জামউল জাওয়ামী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২১হিঃ
১০	মিরকাতুল মাফাতিহ	দারুল ফিকর, বৈরুত ১৪১৪হিঃ
১১	হিলয়াতুল আউলিয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৮হিঃ
১২	তারিখে মদীনা দামেশখ	দারুল ফিকর, বৈরুত ১৯৯৫ ইং
১৩	রদুল মুহতার	দারুল মারিফা, বৈরুত ১৪২০হিঃ
১৪	শরহে শিফা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২১হিঃ
১৫	ইহুইয়াউল উলুম	দারুল সাদের বৈরুত ২০০০ইং
১৬	লুবাবুল ইহুইয়া	দারুল বৈরুতী ২০০৪ইং
১৭	মুকাশাফাতুল কুলুব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, লেবানন
১৮	মজমুয়ায়ে রাসায়িল ইবনে রজব	আল ফারুকউল হাদীসিয়া লিত তাবাতাতি ওয়ান নশর, আল কাহিরা
১৯	রউজুর রিয়াহীন	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২১হিঃ
২০	আর রউযুল ফায়িক	দারুল ইহুইয়াউত তুরাছিল আরবী, বৈরুত ১৪১৬হিঃ
২১	আত্‌তারগীব ফি ফায়িলুল আমাল	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪২৪হিঃ
২২	তাফসীরে নঈমী	মাকতাবায়ে ইসলামীয়া, মারকায়ুল আউলিয়া, লাহোর
২৩	নূরুল ইরফান	পীর ভাই কোম্পানী, মারকায়ুল আউলিয়া, লাহোর
২৪	মিরআতুল মানাবিহ	নঈমী কুতুব খানা, গুজরাট
২৫	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	রযা ফাউন্ডেশন, মারকায়ুল আউলিয়া, লাহোর
২৬	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪২১হিঃ
২৭	ফয়যানে সুন্নাত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
২৮	কারামাতে ফারুকে আযম	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
২৯	হিকায়াতে ও নছীহতে	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
৩০	বুস্তানে সাদী	ইন্তিশারাতে আলমগীর, তেহরান
৩১	হাদায়িকে বখশিশ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩৩হিঃ
৩২	যওকে না'ত	যিয়াউদ্দীন পাকলিকেশন, ১৯৯২ইং
৩৩	ওয়াসায়িলে বখশিশ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩৫হিঃ

সূত্রাতের বাহার

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ তবলীগে কুরআন ও সূত্রাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সূত্রাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সূত্রাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহু তা'আলার সন্তষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যাত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সাওয়াবের নিয়্যাতে সূত্রাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্কে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিখ্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ এর বরকতে ইমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সূত্রাতের অনুসরণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, “আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।” إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিছা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৮
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬



E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net